আবার তৃণমূলি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব খানাকুলে, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার ও যুব কর্মীদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল হুগলির খানাকুলের রাজহাটী এলাকা। সংঘর্ষের জেরে প্রায় ৭-৮জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে দুজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে ভর্তি করা হয় খানাকুল ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করানো হয়। ঘটনার জেরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হলে তড়িঘড়ি খানাকুল থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সূত্রের খবর, এই এলাকায় রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাত পর্যন্ত এমনকি সোমবার সকালেও দফায় দফায় এই সংঘর্ষ হয়। পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের বাড়িতে গিয়ে হুমকি ও ভয় দেখানো চলতে থাকে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেই নিয়েই তৃণমূলের মাদার ও যুব'র এই দ্বন্দ্ব। কারণ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আর তাকেই পাখির চোখ করে গ্রামে গ্রামে, পঞ্চায়েত সমিতিতে টিকিট পেতে মরিয়া উভয় পক্ষই। জানা গেছে, এই ঘটনায় রাজহাটী এলাকার তৃণমূল নেতা সেখ মুকারম আহত হন। তাঁকে খানাকুল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখ আনোয়ার ও অলোক শাসমল এই দুই আহত তৃণমূল কর্মীকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে খানাকুল ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসিত সাঁতরা বলেন, প্রায় সময়ই এভাবে যুব কর্মীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। রবিবার আমাদের একটি মিটিং ছিল। সেই মিটিং-এ আসার সময় কর্মীদের ঘেরাও করে রাস্তায় ফেলে মারে যুব'র লোকজন। অসিতবাবুর আরও অভিযোগ, এখানকার যুব নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নজিবুল করিমের মদতেই এই ধরনের প্ররোচনামূলক কাজকর্ম হচ্ছে। অন্যদিকে খানাকুলের দাপুটে যুব তৃণমূল নেতা নজিবুল করিম বলেন, এখানে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। ওরা তৃণমূল কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। কারণ ওরা দলের নাম ভাঙিয়ে কেবল এলাকা থেকে তোলা তুলে বেরায়। তাই ওরা জনরোষের শিকার হয়েছে। দলের নেতারা দেখুন না, কাদের জন্য ক্ষতি হচ্ছে। এবিষয়ে খানাকুল থানার পুলিশ জানিয়েছে, এখন এলাকা শান্ত রয়েছে। নতুন করে কোনও ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার জেরে পুলিশ সেখ আমিন আজাদ ও সেখ হায়দার আলি নামে স্থানীয় দুই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

তেলের কড়াইয়ে পড়ে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ গরম তেলের কড়াইয়ে পড়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। মৃতের নাম সেখ ইনতাজ। বয়স মাত্র ২ বছর ২ মাস। বাবা সেখ ইমাম হোসেন একটি দোকানে কাজ করেন। বাড়ি হুগলির গোঘাটের আমডোবা গ্রামে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে রান্নার সময় একটি গরম তেলের কড়াই উনানের পাশে নামানো ছিল। ওই সময় ছোটাছুটি করতে করতে ছোট্ট ইনতাজ ওই গরম তেলের কড়াইয়ে পড়ে যায়। পরিবারের লোক সঙ্গে সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শনিবার তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় ইনতাজের।

আরামবাগে দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম দিলীপ বাগ (৫০)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের মইগ্রামে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে রোগগ্রস্ত ছিলেন দিলীপবাবু। রবিবার দুপুরে যখন বাড়িতে কেউ ছিলেন না সেই ফাঁকে তিনি কীটনাশক খান। বাড়ির লোক পৌঁছে দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় এক যুবতীর। মৃতার নাম সঞ্চয়িতা মল্লিক(১৮)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার নিরঞ্জনবাটী গ্রামে।

স্কুলে গ্যাস সিলিণ্ডার লিক ঃ অসুস্থ চার ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ স্কুলের মিড ডে মিলের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সিলিণ্ডার লিক করে অসুস্থ হয়ে পড়ল চার ছাত্রী। তাদেরকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চারজনই সুস্থ আছে। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের পূর্ব কেশবপুর হাইস্কুলে। ওই স্কুলের শিক্ষিকা আসমিনা সুলতানা জানান, বেলা ২টো নাগাদ ছাত্রীরা 'কন্যাশ্রী ক্লাব' নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। তখন এই গ্যাস সিলিণ্ডারের নবটি খুলে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়া কয়েকজন ছাত্রীর নাকি মুখে গ্যাস লাগে। তবুও তারা বাড়ি ফিরে যায়। সিলিণ্ডারটিকে পুকুরে ফেলে নিষ্ক্রিয় করা হয়। কিন্তু চার ছাত্রী বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পরিবারের লোক ও স্কুলের শিক্ষিকারা তাদেরকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। অসুস্থ ওই ছাত্রীরা হল জেবা বখতিয়ার, শ্যামলী মাখাল, আফরিন ইয়াসমিন ও বর্ষা ঘোড়ুই। বর্ষা অষ্টম শ্রেণিতে ও বাকি তিনজন দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।

চারজনেরই বাড়ি পূর্ব কেশবপুর গ্রামে। এদিকে খবর পেয়ে আরামবাগ হাসপাতালে অসুস্থদের দেখতে ছুটে যান আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, আরামবাগ ব্লক যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি লাল্টু খান।

বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ বিগত সাত মাস ধরে বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে পরিষেবা বন্ধ করে রবিবার থেকেই আন্দোলনে নেমেছিল নিশ্চয়যানের মালিকরা। সোমবার তাঁরা নিশ্চয়যানের সেই সমস্ত এ্যাম্বুলেন্সগুলিকে নিয়ে সিএমওএইচ দপ্তরে ঢুকিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরেই ২০১১ সালে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বিনাখরচে নিশ্চয়যান এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করেন। বিগত ৭ মাস ধরে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা জেলার প্রায় ২০০ এ্যাম্বুলেন্স মালিক ভাড়াবাবদ সরকারের কোনও টাকাই পাচ্ছেন না। এবিষয়ে ব্লক স্তর থেকে জেলা স্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি এ্যাম্বুলেন্স মালিকদের। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুগলির জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নিশ্চয়যানের মালিকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সিএমওএইচ দপ্তরের এ্যাম্বুলেন্সগুলি পথ আটকে থাকায় একটা সময় এই দপ্তর থেকে ওষুধের গোডাউন থেকে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ নিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ঘন্টা দুয়েক পর আন্দোলনকারীরা নিজে থেকে সজো দপ্তরের দোতলায় সিএমওএইচ-এর দপ্তরের সামনে গিয়ে বসে পড়েন। চলে ব্যাপরদ্ধক বিক্ষোভ। কাজ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখে পড়েন দপ্তরের কর্মীরা। এরপর অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলার পর বকেয়া মিটানোর আশ্বাস দিলে বিক্ষোক্ষ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

হিন্দী স্কুলের দাবিতে গণ কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ হুগলির ডানকুনি পৌর এলাকার হিন্দীভাষী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এস এফ আই ও ডি ওয়াই এফ আই-এর উদ্যোগে ডানকুনি রেল ইয়ার্ডে এক গণ কনভেশন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দী স্কুল নিয়ে পৌরবাসীর আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কনভেনশনের শুরুতে হিন্দী স্কুলের দাবিতে প্রস্তাব পেশ করেন বলদীশ সিং। সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মৃন্ময় শেঠ, কাউন্সিলর মনোজ গায়েন, গোপাল রায়, অঞ্জন জানা, সমীর পাল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মানিক সরকার, শিবানী চক্রবর্তী, মনসা ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

তারকেশ্বর তৃণমূলের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বরের বালিগোড়ি ১নং অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও আখনাপুর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এই শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা, বিনাব্যয়ে চক্ষু অপারেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে লোকসংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া এলাকার গুণীজনদের ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দুঃস্থ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। এছাড়া রক্তদাতাদের হাতে গাছের চারা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, জেলা পরিষদের সদস্য মালা সাহা, কাউন্সিলর রূপা সরকারসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালন কমিটির সভাপতি পিন্টু মুখার্জী বলেন, সারা বছরই তাঁরা এধরনের সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের পাশে থাকতে চেষ্টা করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন ধ্রুব মল্লিক।

তারকেশ্বরে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই মারধরের অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙ্গাতে। অভিযোগ, সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ চাঁপাডাঙ্গা অঞ্চলের বেশ কিছু কাজের দুর্নীতি নিয়ে তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে যান বিজেপির পাকসু মোর্চার সহসভাপতি পরেশ চক্রবর্তীসহ বেশ কিছু কর্মী। সেখানেই তারকেশ্বর ব্লকের এক তৃণমূল নেতা পরেশবাবুকে হুমকি দেন বলে অভিযোগ। পরে বিডিও অফিসের ভিতর তাঁকে মারধর করা হয়। আহত ওই বিজেপি নেতাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এবিষয়ে পরেশ চক্রবর্তী তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এবিষয়ে তৃণমূল নেতা লাল্টু চ্যাটার্জী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এধরনের কোনও ঘটেনি। এছাড়া তারকেশ্বরে বিজেপির কোনও অস্তিত্বই নেই।

গ্রামীণ শিশুরক্ষা কমিটির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে সোমবার আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে গ্রামীণ শিশুরক্ষা কমিটির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য, জেলা শিশুসুরক্ষা সমিতির সদস্যা সুপর্ণা বায়েন, জেলা চাইল্ড লাইনের সদস্য রাজীব বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ কাকলি ঘোষ, আই সি ডি এস কর্মী, প্রাথমিক শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে শিশুশ্রমিক, বাল্যবিবাহ, শিশুপাচার ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। এবিষয়ে আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য বলেন, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দুদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করবেন কর্মীরা। শিশুরা যাতে অবহেলিত না হয় সে বিষয়ে নজর রাখাই এর মূল লক্ষ্য। প্রতি মাসে একটি করে সভাও অনুষ্ঠিত হবে।

গোঘাটে তিনদিনের পীরের মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির আরামবাগ শহর থেকে মাত্র ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত গোঘাটের আসলহরী হাফিজগঞ্জ আমডোবা শাওড়া ইত্যাদি গ্রাম। প্রতিবছরের মতো এবছরও ফাল্গুন মাসে এই গ্রাম তিনদিন ধরে উৎসবমুখর হয়ে উঠল। এখানকার কদমরসুল-এর পীরের মেলায় এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে দূর দুরান্তের বহু মানুষ ভীড় করলেন। সুন্দর গাছগাছালি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে পীরের একটি মাজার। ভগ্নপ্রায় ওই মাজারটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এটিকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে এই মেলা বসে। স্থানীয় মানুষ জানান, এখানের কেউ কোনও বাসনা নিয়ে প্রার্থনা করলে তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হয়। তাই হিন্দুমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ইচ্ছাপূরণের আশায় এই মেলায় ছুটে যান। এছাড়া এই মেলাকে কেন্দ্র করে বহু দোকানও বসে। তবে শব্দদূষণের জন্য এখানে কোনওভাবেই মাইক বাজানো হয় না। এমনকি জুয়া, তাস ইত্যাদি খেলার আয়োজন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কথিত আছে, দিল্লির নবাব বাহাদুর শাহ জাফর দিল্লিতে এই মেলা করতেন। কয়েকশতক আগে মৌলবী হাফিজউদ্দিন এখানে এসেছিলেন এবং এই মেলার প্রচলন করেন। তাই সেই থেকে এই মেলা হাফিজগঞ্জের মেলা নামে পরিচিতি লাভ করে। গ্রামটির নামও হয়ে ওঠে হাফিজগঞ্জ। তবে এই মেলা শতাধিক বছরের পুরানো হলেও কবে এই পীরের মাজার স্থাপিত হয়েছিল সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেননি। মেলা দেখতে এসেছিলেন শুক্লা কুণ্ডু নামে এক গৃহবধূ। তিনি এদিন নিজের মনস্কামনা পূর্ণের জন্য মাজারে বসে প্রার্থনা করেন। শুক্লাদেবী বলেন, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে যা বোঝায় এই গ্রামে তা সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কাসিমউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি মাজারে আসা ব্যক্তিদের হাতে প্রসাদ, বাতাসা জল দিচ্ছিলেন। ভক্তিসহকারে তা সকলে গ্রহণ করছিলেন। এই গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল আজিজ এবং সেখ কাসিমউদ্দিনের ছেলে আইনুদ্দিন এখন এর তত্ত্বাবধানে আছেন। এই এলাকার আর এক বাসিন্দা দিলীপ মালিক জানান, এই মেলা জন্ম থেকে দেখে আসছি। এই মেলা এলাকাবাসীর প্রাণের মেলা। এটি কেন্দ্র করে বহু ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

সকল ধর্মের সমন্বয়ে এই মেলা সম্প্রীতি মেলাতে পরিণত হয়েছে। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন দীপঙ্কর মালিক। পেশায় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। দীপঙ্করবাবু বলেন, মেলার সময় আমি বাড়ি আসি। কারণ একদিন বাড়ির সকলের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠি। এই মেলা ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। তবে এই মেলার মূল আকর্ষণ হল মাটির তৈরি বিভিন্ন পাত্র— কুঁজো, হাঁড়ি, কলসি, জালা ইত্যাদি। মেলার কয়েকদিন চলে সাঁতার প্রতিযোগিতা, স্লো সাইকেল রেস, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এলাকার কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এই মেলা উৎসব মুখর হয়ে ওঠে।

খানাকুলে বিদেশী মদ রাখার অভিযোগে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিদেশি মদ রাখার অভিযোগে হুগলির খানাকুল থানার পুলিশ সোমবার সকালে একজনকে খানাকুলের হরপুর থেকে গ্রেফতার করল। ধৃতের নাম বিদ্যুৎ ধঁক। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ এলাকায় গোপনে বিদেশি মদ বিক্রি করছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সোমবার ভোর রাতে সেখানে হানা দেয়। তার কাছে থাকা ৮৫ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে গ্রেফতারও করা হয়।

১ম গোঘাট গ্রন্থমেলা

স্থান ঃ কামারপুকুর শ্রীপুর মাঠ
তারিখ ঃ ৪ থেকে ১১ মার্চ, ২০১৮ ঃঃ সময় - দুপুর ২টো থেকে রাত্রি ৯টা
পরিচালনায় ঃ গোঘাট গ্রন্থমেলা কমিটি
উদ্বোধক ঃ স্বামী লোকোত্তরানন্দ জী মহারাজ (অধ্যক্ষ, কামারপুকুর মঠ ও মিশন)

অনুষ্ঠান সূচী

৪ই মার্চ, ২০১৮— উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
সন্ধ্যা ৭টায়— সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ শিল্পী জিমুত রায় (সারেগামাপা ২০১৭ চ্যাম্পিয়ান)
চন্দ্রিকা ভট্টাচার্য (সারেগামাপা ২০১৭ চ্যাম্পিয়ান)
৫ই মার্চ, ২০১৮ ঃ বিকাল ৪টে ঃ আবৃত্তি— ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্ধ্যা ৭টায় — নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'
(সম্পাদনা ও নির্দেশনা- কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশনায়- নিভা আর্টস)
৬ই মার্চ, ২০১৮ ঃ রুমা দাশগুপ্ত অভিনীত যাত্রাপালা 'মা তুমি কার ?'
পরিবেশনায় শ্রীচৈতন্য অপেরা।
৭ই মার্চ, ২০১৮ ঃ 'শ্রীখোল' পরিবেশনায়— হরেকৃষ্ণ
৮ই মার্চ, ২০১৮ ঃ বাংলা ব্যান্ড 'ভূমি'
৯ই মার্চ, ২০১৮ ঃ কার্তিক দাস বাউল
১০ই মার্চ, ২০১৮ ঃ নাটক মৈমনসিংহ গীতিকা (সম্পাদনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ে— গৌতম হালদার, পরিবেশনায়- নয়ে নটুয়া)
১১ই মার্চ, ২০১৮ ঃ নাটক 'মগনরাজার পালা' (সঙ্গীত ও নির্দেশনায়- সুজন মুখোপাধ্যায় (নীল), পরিবেশনায়- চেতনা, অভিনয়ে- নীল ও কাঞ্চন)

ইন্দাস বইমেলার আহ্বান শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির মেলবন্ধন।
বই পড়ুন বই পড়ান বই উপহার দিন
'বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয় যার সাথে কোনদিন ঝগড়া হয় না।'— প্রতিভা বসু
ইন্দাস ব্লক ও ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে শুরু হচ্ছে
গৌরবময় দ্বিতীয় বর্ষ
ইন্দাস বইমেলা ২০১৮
তারিখ - ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ঠা মার্চ, ২০১৮
উদ্বোধক —বি.এম. জামাল হোসেন(বাংলাদেশ উপদূতবাসের হাইকমিশনার)
বিশেষ অতিথি— কবি সুধীর দত্ত (আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত)
— ঃ প্রতিদিন থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ—
সঙ্গীত শিল্পী — অস্মিতা কর, দেবারতি সোম, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও অরুন্ধুতি হোমচৌধুরী এবং মনোময় ভট্টাচার্যসহ প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পীদের অনুষ্ঠান থাকছে।
বিনীত-
ফরিদা খাতুন
চেয়ারম্যান
ইন্দাস বইমেলা কমিটি
এবং সভাপতি, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি
ইন্দাস, বাঁকুড়া
সুচেতনা দাস
সচিব
ইন্দাস বইমেলা কমিটি এবং
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
ইন্দাস, বাঁকুড়া
সবারে করি সাদর আমন্ত্রণ।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
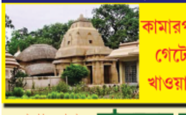
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography 2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC